দৈনিক বাংলা

তারিখ ৮/৮/৮১
পৃষ্ঠা কলাম

178

প্রবীণ সাহিত্যিক মাহবুব-উল-আলমের ইন্তেকাল

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

চট্টগ্রাম, ৭ই আগস্ট।—প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও সাংবাদিক জনাব মাহবুব-উল আলম আজ সন্ধ্যা সাতটা সতেরো মিনিটে তাঁর কাজীর দেউড়ীস্থ বাস ভবনে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না...........রাজেউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর।

তিনি স্ত্রী, ছয় পুত্র, আট কন্যা, এক সহোদর, এবং বহু আত্মীয়-স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

গত সোমবার তিনি সেরিব্রাল থ্রম্বোসিসে আক্রান্ত হন।

আগামীকাল সকাল ৮টায় কাজীর

[illegible]

দেউড়ী মসজিদ প্রাঙ্গণে তাঁর নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হবে। পরে তাঁকে তাঁর নিজ গ্রাম চট্টগ্রামের ফতেয়াবাদে দাফন করা হবে।

দেশের অন্যতম প্রবীণ সাহিত্যিক মাহবুব-উল আলম ১৮৯৮ সালের ১লা মে চট্টগ্রামের ফতেয়াবাদে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মরহুম মৌলভী নসিহ-উদ্দীন এবং মাতা মরহুমা আজিজ-উন্নেসা।

মাহবুব-উল আলম ১৯১৫ সালে এনট্রান্স পাস করে চট্টগ্রাম কলেজে ভর্তি হন। সে সময় প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হলে তিনি ৩৯ নম্বর বাঙালী পল্টনে যোগ দেন এবং ইরাকের কুত-অল-আমারার যুদ্ধক্ষেত্রে যান।

সেনাবাহিনীতে থাককালেই মাহবুব-উল আলমের বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। সেখানে তাঁদের মধ্যে সাহিত্যিক সখ্যতা গড়ে ওঠে। বলতে গেলে পারিবারিক ঐতিহ্য হেতুই মরহুম মাহবুব-উল আলম সাহিত্য সাধনায় মনোনিবেশ করেন।

মরহুম মাহবুব-উল আলম যুদ্ধ শেষে ১৯২১ সালে সাব রেজিস্ট্রার পদে সরকারী চাকরিতে যোগ দেন এবং ১৯৫৪ সালে ঐ বিভাগেরই উচ্চ পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

অবসর গ্রহণের পর 'সাপ্তাহিক জামানা' পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে শক্তিশালী সাংবাদিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন।

১৯২৬ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত মাসিক মোহাম্মদীতে তিনি ধারাবাহিকভাবে লেখেন তাঁর গ্রন্থ 'পল্টন জীবনের স্মৃতি'। এর পর-পরই প্রকাশিত হয় তাঁর বহুল আলোচিত আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'মোমেনের জবানবন্দী'। উভয় গ্রন্থই সে সময় সাহিত্যিক ও সুধী মহলে আলোড়নের সৃষ্টি করে। প্রায় একই সময় থেকে তিনি রচনা করেন বহু ছোটগল্প। যার বহু গল্প এখনও স্মরণীয় হয়ে আছে। তাঁর উল্লিখিত অন্যান্য গ্রন্থ 'মফিজন', 'তাজিয়া' প্রভৃতি। তিনি উপন্যাস, রস রচনা, সমকালীন প্রবন্ধ ইতিহাস জীবনী ও প্রকৃতি বিষয়ক ২৭টি গ্রন্থের প্রণেতা। তাঁর কয়েকটি গ্রন্থ উর্দু ভাষাতেও অনূদিত হয়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর তিনি রচনা করেন 'বাঙালীর মুক্তিযুদ্ধের ইতিবৃত্ত'। গ্রন্থটি তিন খণ্ডে সমাপ্ত।

তিনি বাংলা একাডেমীর আজীবন সদস্য ও ফেলো ছিলেন। তাঁর সাহিত্য সাধনা, সক্রিয় সাংবাদিকতা ও সমাজ সংস্কারের ভূমিকার জন্য চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের এ এফ রহমান হল তাঁকে আজীবন সদস্য পদ প্রদান করেছিলেন।

মরহুম মাহবুব-উল আলম ১৯৪৩ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সম্মেলনে যোগ দেন। তিনি কথাসাহিত্য শাখার অনুষ্ঠানে সভাপতি নির্বাচিত হন।

পত্রিকা সম্পাদক হিসেবে মরহুম মাহবুব-উল আলম ১৯৫৯ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্টের আমন্ত্রণে যুক্তরাষ্ট্র সফর করেন, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে পত্রিকা সম্পাদক হিসেবে তিনিই প্রথম যুক্তরাষ্ট্র সফরে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন।

মাহবুব-উল আলম ইউনেস্কোর সহায়তায় বাংলাদেশের পশুপাখি ও জীবজন্তু সম্পর্কে ৬টি বই লেখেন।

তিনি তৎকালীন 'আদমজী সাহিত্য পুরস্কার' বিচারক কমিটির সদস্য ছিলেন। তিনি পাকিস্তান আমলে নিজেও আদমজী পুরস্কার ও প্রেসিডেন্ট এওয়ার্ড লাভ করেন। ১৯৭৬ সালে তিনি সাহিত্যের জন্য 'একুশে পুরস্কার' লাভ করেছিলেন।

তাঁর মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার পর সর্বমহলে শোকের ছায়া নেমে আসে।